Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

নবীদের দাওয়াত কেমন ছিল

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ আলী হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

সীমা আক্তার (শিমু)

রোলঃ 23090121083

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

নবীদের দাওয়াত কেমন ছিল

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ আলী হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

সীমা আক্তার (শিমু)

রোলঃ 23090121083

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, “ নবীদের দাওয়াত কেমন ছিল ” বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে সীমা আক্তার (শিমু), আইডিঃ 23090121083 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আলী হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ

আকিদাহ ও ফিকহ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, “ নবীদের দাওয়াত কেমন ছিল ” শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: আলী হাসান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

সীমা আক্তার (শিমু)

আইডিঃ 23090121083

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

প্রথম পরিচ্ছেদ.....5
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: পরিচিত,গুরুত্ব ও বিষয়বস্তু.....6
২.১ দা'ওয়াহ, আমর, নাহই, তাবলীগ, নসীহাহ.....6
২.২ কুরআন- হাদিসের আলোকে দা'ওয়াত-এর গুরুত্ব.....6
২.৩ উম্মাতে মুহাম্মাদীর অন্যতম দায়িত্ব ও বৈশিষ্ট্য.....9
তৃতীয় পরিচ্ছেদ: দাওয়াতের শর্ত ও দা'য়ীর গুণাবলী.....11
৩.১.ইলম বা জ্ঞান.....11
৩.২. সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির প্রতি ভালবাসা ও আন্তরিকতা.....12
৩. ৩. ব্যক্তিগত আমল.....14
৩.৪. বিনম্রতা ও বন্ধুভাপান্নতা.....16
৩.৫. উত্তম দিয়ে মন্দ প্রতিহত করা.....17
৩.৬. সুন্দর ব্যবহার ও আচরণ.....18
৩.৭. সবর বা ধৈর্য.....19
৩. ৮. সালাত, তাসবীহ ও ইবাদত.....20
চতুর্থ পরিচ্ছেদ: যেমন ছিল নবীদের দাওয়াতি পদ্ধতি.....21
৪.১ নূহ (আ:) দাওয়াত.....21
৪.২ ইবরাহিম (আ:) দাওয়াত.....24
৪.৩ মূসা (আ:) এর দাওয়াত.....25
৪.৪ রাসূল ﷺ এর দাওয়াত.....27
পঞ্চম পরিচ্ছেদ: দাওয়াতের আধুনিক উপকরণ.....29
৫.১. মিডিয়া, মিছিল, হরতাল ইত্যাদি আধুনিক উপকরণ.....29
৫.২ আধুনিক উপকরণ ব্যবহারের শর্তাবলী.....29
ষষ্ঠ পরিচ্ছদ :শেষকথা.....30

প্রথম পরিচ্ছেদ

ভূমিকা

১.১ আল্লাহর পথে আহ্বান করতেই নবী-রাসূলগণের (আ) আগমন। শেষ নবির উম্মত হিসেবে আমাদের ওপর একটি দায়িত্ব আছে। কুরআন কারীমে এ দায়িত্বকে কখনো দা'ওয়াত, কখনো সৎকার্যে আদেশ ও অসৎকার্যে নিষেধ, কখনো প্রচার, কখনো নসীহত ও কখনো দীন প্রতিষ্ঠা বলে অভিহিত করা হয়েছে। প্রত্যেক মুসলিম একেকজন দ্বীনের দাঈ। আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর উম্মাহ তথা আমাদের উদ্দেশ্য করে বলেছেন-

كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ

'তোমরাই হলে সর্বোত্তম উম্মত, যাদের মানবজাতির জন্য বের করা হয়েছে। তোমরা ভালো কাজের আদেশ দেবে এবং মন্দ কাজ থেকে বারণ করবে আর আল্লাহর প্রতি ঈমান পোষণ করবে।'(সূরা আলে ইমরান-১১০)

বোঝা গেল, দ্বীনের পথে দাওয়াত দেয়া এই উম্মতের বুনিয়াদি দায়িত্ব। আর এই দায়িত্ব হলো-ইসলামের বার্তা মানুষের কাছে পৌছে দেওয়া তথা মানুষকে আল্লাহর পথে আহ্বান করা। এই মহান দায়িত্ব পালন করতেন নবি-রাসুলগণ। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মাধ্যমে নবুয়তের ধারা সমাপ্ত। আল্লাহ আর কাউকে নবি-রাসূল হিসেবে পৃথিবীতে পাঠাবেন না। নবি-রাসুলদের শেখানো পদ্ধতির আলোকে আমাদেরকে দাওয়াতের এই দায়িত্ব পালন করতে হবে।

যেকোনো কাজ করার আগে দেখতে হয়-ওই কাজ সবচেয়ে সফলভাবে কারা করেছেন। সফল মানুষদের জীবনী পড়ে আমরা জানতে পারি, তাঁরা কীভাবে জীবনযাপন করেছেন। তাঁদের জীবনী এজন্য পড়ি, যাতে তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করা সহজ হয়। দাওয়াতের কাজ সবচেয়ে সফলভাবে করেছেন নবি-রাসুলগণ। এই কাজ যথাযথভাবে করার জন্য মহান আল্লাহ তাঁদের গাইডলাইন দিয়েছেন; বিভিন্ন সময়ে দাওয়াতের বিভিন্ন পদ্ধতি শিখিয়েছেন।

আমরা যখন দাওয়াত দিতে যাব, তখন অবশ্যই আমাদের জানতে হবে-'কীভাবে দাওয়াত দিতে হয়'। এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গেলে তাঁদের দাওয়াতের পদ্ধতি জানতে হবে, যারা সফলভাবে দাওয়াত দিয়েছেন। আর তাঁরা হলেন নবি-রাসূলগণ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: পরিচিত,গুরুত্ব ও বিষয়বস্তু

২.১ দা'ওয়াহ, আমর, নাহই, তাবলীগ, নসীহাহ

নিজের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (ﷺ) নির্দেশনা বাস্তবায়নের পাশাপাশি নিজের আশেপাশে অবস্থানরত অন্যান্য মানুষদের মধ্যে আল্লাহর দীনকে বাস্তবায়নের চেষ্টা করা মুমিনের অন্যতম দায়িত্ব। এজন্য মুমিনের জীবনের একটি বড় দায়িত্ব হলো 'আল-আমরু বিল মারূফ ওয়ান নাহ্ইউ আনিল মুনকার', অর্থাৎ 'ন্যায় কাজের নির্দেশ ও অন্যায় থেকে নিষেধ করা'। আদেশ ও নিষেধ-কে একত্রে 'আদ-দা'ওয়াতু ইলাল্লাহ' বা 'আল্লাহর দিকে আহ্বান' বলা হয়। এ ইবাদাত পালনকারীকে "দা'য়ী ইলাল্লাহ" বা "আল্লাহর দিকে আহ্বানকারী" ও সংক্ষেপে "দা'য়ী", অর্থাৎ "দা'ওয়াতকারী" বা "দাওয়াত-কর্মী" বলা হয়।

দা'ওয়াত (الدعوة) শব্দের অর্থ আহ্বান করা বা ডাকা। আরবীতে আমর (الأمر) বলতে আদেশ, নির্দেশ, উপদেশ, অনুরোধ, অনুনয় সবই বুঝায়। অনুরূপভাবে 'নাহই' (النهي) বলতে নিষেধ, বর্জনের অনুরোধ ইত্যাদি বুঝানো হয়।

কুরআন-হাদীসে এই দায়িত্ব বুঝানোর জন্য আরো অনেক পরিভাষা ব্যবহার করা হয়েছে: তন্মধ্যে রয়েছে আত-তাবলীগ (التبليغ), আন-নাসীহাহ (النصيحة), আল-ও'য়ায (الوعظ) ইত্যাদি। আত-তাবলীগ অর্থ পৌঁছানো, প্রচার করা, খবর দেওয়া, ঘোষণা দেওয়া বা জানিয়ে দেওয়া। শব্দ আন-নসীহাহ শব্দের অর্থ আন্তরিক ভালবাসা ও কল্যাণ কামনা। এ ভালবাসা ও কল্যাণ কামনা প্রসূত ওয়ায, উপদেশ বা পরামর্শকেও নসীহত বলা হয়। 'ওয়ায' বাংলায় প্রচলিত অতি পরিচিত আরবী শব্দ। এর অর্থ উপদেশ, আবেদন, প্রচার, সতর্কীকরণ ইত্যাদি। দা'ওয়াতের এই দায়িত্ব পালনকে কুরআন কারীমে 'ইকামতে দীন' বা দীন প্রতিষ্ঠা বলে অভিহিত করা হয়েছে এগুলি সবই একই ইবাদতের বিভিন্ন নাম এবং একই ইবাদতের বিভিন্ন দিক।

২.২ কুরআন- হাদিসের আলোকে দা'ওয়াত-এর গুরুত্ব

সৎকার্যে আদেশ ও অসৎকার্যে নিষেধ, প্রচার, নসীহত, ওয়ায বা এককথায় আল্লাহর দীন পালনের পথে আহ্বান করাই ছিল সকল নবী ও রাসূলের (আলাইহমুস সালাম) দায়িত্ব।

সকল নবীই তাঁর উম্মাতকে তাওহীত ও ইবাদতের আদেশ করেছেন এবং শিরক, কুফর ও পাপ থেকে নিষেধ করেছেন। আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন:

الَّذِينَ يَتَّبِعُوْنَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الأُمِّيَ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوباً عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ

"যারা অনুসরণ করে বার্তাবাহক উম্মী নবীর, যাঁর উল্লেখ তারা তাদের নিকট রক্ষিত তাওরাত ও ইনজীলে লিপিবদ্ধ পায়, যিনি তাদেরকে সৎকার্যের নির্দেশ দেন এবং অসৎকার্য থেকে নিষেধ করেন।"(সূরা আ'রাফ: ১৫৭)

এ আয়াতে রাসূলুল্লাহর (ﷺ) কর্মকে আদেশ ও নিষেধ নামে অভিহিত করা হয়েছে। অন্যত্র এ কর্মকে দা'ওয়াত বা আহ্বান নামে অভিহিত করা হয়েছে। আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেন:

وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُوْنَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوْكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ

"তোমাদের কি হল যে, তোমরা আল্লাহর প্রতি ঈমান আন না, অথচ রাসূল তোমাদেরকে আহ্বান করছেন যে, তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের প্রতি ঈমান আন।" (সূরা হাদীদ: ৮)

সূরা নাহল-এর ১২৫ আয়াতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর এ দায়িত্বকে দা'ওয়াত বা 'আহ্বান' বলে অভিহিত করে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন:

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ

"আপনি আপনার প্রতিপালকের দিকে আহ্বান করুন হিকমাত বা প্রজ্ঞা দ্বারা এবং সুন্দর ওয়ায-উপদেশ দ্বারা এবং তাদের সাথে উৎকৃষ্টতর পদ্ধতিতে আলোচনা-বিতর্ক করুন।"

অন্যত্র এই দায়িত্বকেই তাবলীগ বা প্রচার বলে অভিহিত করা হয়েছে। সূরা মায়েদার ৬৭ আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন:

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ

"হে রাসূল, আপনার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে আপনার উপর যা অবতীর্ণ হয়েছে তা আপনি প্রচার করুন। যদি আপনি তা না করেন তাহলে আপনি আল্লাহর বার্তা প্রচার করলেন না।"

কুরআন কারীমে বারংবার বলা হয়েছে যে, প্রচার বা পৌঁছানোই রাসূলগণের একমাত্র দায়িত্ব। সূরা নাহল-এর ৩৫ আয়াতে বলা হয়েছে,

فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ

"রাসূলগণের দায়িত্ব তো শুধুমাত্র সুস্পষ্ট বাণী প্রচার করা।"

এই দায়িত্বকেই অন্যত্র নসীহত বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। সূরা আ'রাফের ৬২ আয়াতে নূহ (আ) এর যবানীতে বলা হয়েছে,

أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنْصَحُ لَكُمْ

"আমি আমার প্রতিপালকের রিসালাতের দায়িত্ব তোমাদের কাছে পৌঁছ দিচ্ছি এবং আমি তোমাদের নসীহত করছি।"

সূরা শুরার ১৩ আয়াতে বলেছেন,

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ

"তিনি তোমাদের জন্য বিধিবদ্ধ করেছেন দীন, যার নির্দেশ দিয়েছিলেন তিনি নূহকে- আর যা আমি ওহী করেছি আপনাকে- এবং যার নির্দেশ দিয়েছিলাম ইবরাহীম, মূসা এবং ঈসাকে, এ বলে যে, তোমরা দীন প্রতিষ্ঠা কর এবং তাতে দলাদলি-বিচ্ছিন্নতা করো না। আপনি মুশরিকদেরকে যার প্রতি আহ্বান করছেন তা তাদের নিকট দুর্বহ মনে হয়।"

তাবারী, ইবনু কাসীর ও অন্যান্য মুফাস্সির সাহাবী-তাবিয়ী মুফাস্সিরগণ থেকে উদ্ধৃত করেছেন যে, দীন প্রতিষ্ঠার অর্থ হলো দীন পালন করা। আর দীন পরিপূর্ণ পালনের মধ্যেই রয়েছে আদেশ, নিষেধ ও দা'ওয়াত। এ অর্থে কোনো কোনো গবেষক দীন পালন বা নিজের জীবনে দীন প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি অন্যদের জীবন দীন প্রতিষ্ঠার দাওয়াতকেও ইকামতে দীন নলে গন্য করেছেন।

২.৩ উম্মাতে মুহাম্মাদীর অন্যতম দায়িত্ব ও বৈশিষ্ট্য

দা'ওয়াত, আদেশ-নিষেধ, দীন প্রতিষ্ঠা বা নসীহতের এই দায়িত্বই উম্মাতে মুহাম্মাদীর অন্যতম দায়িত্ব ও বৈশিষ্ট্য। কুরআনে আছে,

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

তোমাদের মধ্যে এমন জাতি হোক যারা কল্যাণের দিকে আহ্বান করবে, ন্যায়কার্যে নির্দেশ দিবে এবং অন্যায় কার্যে নিষেধ করবে এবং এরাই সফলকাম। (সূরা আল-ইমরানের: ১০৪)

সূরা আল-ইমরানের ১১০ আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ

তোমরাই শ্রেষ্ঠ জাতি, মানবজাতির জন্য তোমাদের আবির্ভাব হয়েছে। তোমরা ন্যায়কার্যে আদেশ এবং অন্যায় কার্যে নিষেধ কর এবং আল্লাহে বিশ্বাস কর।"

প্রকৃত মুমিনের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করে সূরা আল-ইমরানের ১১৪ আয়াতে আল্লাহ বলেন:

يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ

"তারা আল্লাহ এবং শেষ দিনে বিশ্বাস করে, সৎকার্যের নির্দেশ দেয়, অসৎকার্যে নিষেধ করে এবং তারা সৎকার্যে প্রতিযোগিতা করে। তারাই সজ্জনদিগের অন্তর্ভুক্ত।"

সূরা তাওবার ৭১ আয়াতে আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেন:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

"মুমিন নরনারী একে অপরের বন্ধু, এরা ন্যায়কার্যে নির্দেশ দেয়, অন্যায় কার্যে নিষেধ করে, সালাত কায়েম করে, যাকাত প্রদান করে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে। এদেরকেই আল্লাহ কৃপা করবেন। এবং আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।"

সূরা তাওবার ১১২ আয়াতে, সূরা হজ্জের ৪১ আয়াতে, সূরা লুকমানের ১৭ আয়াতে ও অন্যান্য স্থানেও উল্লেখ করা হয়েছে যে, আল্লাহর প্রকৃত মুমিন বান্দাদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ। এভাবে আমরা দেখছি যে, ঈমান, নামায, রোযা ইত্যাদি ইবাদতের মত সৎকাজের নির্দেশ ও অসৎকাজের নিষেধ মুমিনের অন্যতম কর্ম। শুধু তাই নয়, মুমিনদের পারস্পরিক বন্ধুত্বের দাবি হলো যে, তারা একে অপরের অন্যায় সমর্থন করেন না, বরং একে অপরকে ন্যায়কর্মে নির্দেশ দেন এবং অন্যায় থেকে নিষেধ করেন। এখানে আরো লক্ষণীয় যে, এ সকল আয়াতে ঈমান, নামায, যাকাত ইত্যাদির আগে সৎকার্যে আদেশ ও অসৎকার্যে নিষেধ করার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এথেকে আমার মুমিনের জীবনে এর সবিশেষ গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারি।

এই দায়িত্বপালনকারী মুমিনকেই সর্বোত্তম বলে ঘোষণা করা হয়েছে। সূরা হা মীম সাজদা (ফুসিলাত) এর ৩৩ আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন:

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ

"কথায় কে উত্তম ঐ ব্যক্তি অপেক্ষা যে আল্লাহর প্রতি মানুষকে আহ্বান করে, সৎকর্ম করে এবং বলে, আমি তো আত্মসমর্পনকারীদের অন্তর্ভুক্ত।"

আমরা দেখেছি যে, আদেশ-নিষেধ বা দা'ওয়াত-এর আরেক নাম 'নসীহত'। 'নসীহত' বর্তমানে সাধারণভাবে উপদেশ অর্থে ব্যবহৃত হলেও মূল আরবীতে 'নসীহত' অর্থ আন্তরিকতা ও কল্যাণ-কামনা। কারো প্রতি আন্তরিকতা ও কল্যাণ কামনার বহিঃপ্রকাশ হলো তাকে ভাল কাজের পরামর্শ দেওয়া ও খারাপ কাজ থেকে নিষেধ করা। এ কাজটি মুমিনদের মধ্যে পরস্পরের প্রতি অন্যতম দায়িত্ব। বরং এই কাজটির নামই দীন। রাসূলুল্লাহ বলেন,

الدِّينُ النَّصِيحَةُ قُلْنَا لِمَنْ قَالَ لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ

"দীন হলো নসীহত।" সাহাবীগণ বলেন, কার জন্য? তিনি বলেন, "আল্লাহর জন্য, তাঁর কিতাবের জন্য, তাঁর রাসূলের (ﷺ) জন্য, মুসলিমগণের নেতৃবর্গের জন্য এবং সাধারণ সকল মুসলিমের জন্য।" (মুসলিম।)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ 'নসীহতের' জন্য সাহাবীগণের বাই'য়াত বা প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করতেন। বিভিন্ন হাদীসে জারীর ইবনু আব্দুল্লাহ (রা), মুগীরা ইবনু শু'বা (রা) প্রমুখ সাহাবী বলেন,

بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلَى إِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ

"আমি রাসূলুল্লাহর (ﷺ) নিকট বাই'য়াত বা প্রতিজ্ঞা করলাম, সালাত কায়েমের, যাকাত প্রদানের, এবং প্রত্যেক মুসলিমের নসীহত করার।" (বুখারী)

এ অর্থে তিনি সৎকার্যে আদেশ ও অসৎকার্যে নিষেধের বাই'য়াত গ্রহণ করতেন। 'উবাদাহ ইবন সামিত ও অন্যান্য সাহাবী (রা) বলেন, "আমরা রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর হাতে বাই'য়াত করি আনুগত্যের...এবং সৎকর্মে আদেশের এবং অসৎকর্মে নিষেধের এবং এই বলে যে, আমরা মহিমাময় আল্লাহর জন্য কথা বলব এবং সে বিষয়ে কোনো নিন্দুকের নিন্দা বা গালি গালাজের তোয়াক্কা করব না।" (আহমদ। বিভিন্ন গ্রহণযোগ্য সনদে।)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ: দাওয়াতের শর্ত ও দা'য়ীর গুণাবলী

৩.১.ইলম বা জ্ঞান

দা'ওয়াতের দায়িত্ব পালনের জন্য প্রথম শর্ত হলো, ন্যায়, অন্যায়, সেগুলির পর্যায় এবং সেগুলির প্রতিবাদ-প্রতিকারের ইসলামী পদ্ধতি সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান। আমি যে কাজ করার বা বর্জন করার দা'ওয়াত দিচ্ছি তা সত্যিই ইসলামের নির্দেশ কিনা তা জানতে হবে। ভালমন্দ অনেক ক্ষেত্রে সকল মানুষই বিবেক ও জ্ঞান দিয়ে বুঝতে পারেন। খুন, জুলুম, রাহাজানি, চুরি, ডাকাতি, মারামারি, নেশাকরা, ইত্যাদি অগণিত অন্যায় কাজকে অন্যায় বলে জানতে বেশি জ্ঞানের প্রয়োজন হয় না। অনুরূপভাবে মানুষকে সাহায্য করা, সান্তনা দেওয়া, সৃষ্টির কল্যাণে এগিয়ে আসা ইত্যাদি ভাল কাজ বলে সবাই বুঝি। কিন্তু ইসলামী কর্মকাণ্ড বা ধর্মীয় নির্দেশনা বিষয়ক অগণিত বিষয় রয়েছে যে সম্পর্কে স্পষ্ট জ্ঞান না থাকলে মানুষ অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে নিজেই অন্যায়ে লিপ্ত হবেন। অথবা সৎকার্যে আদেশ দান করতে যেয়ে অসৎকার্যে আদেশ করবেন।

যেমন একব্যক্তি চুক্তিবদ্ধ কর্ম করছেন বা স্ত্রী-সন্তানদের প্রতিপালনের জন্য জরুরী কর্ম করছেন। কাজটি তার জন্য ফরয আইন। আপনি তাকে এই 'দুনিয়াবী' কাজ বর্জন করে 'নফল' বা 'ফরয কিফায়া' পর্যায়ের মাহফিল, মিছিল, মিটিং বা দা'ওয়াতে অংশগ্রহণ করতে আহ্বান করলেন। অথবা একব্যক্তি ওজরের কারণে দাঁড়িয়ে পেশাব করছেন দেখে আপনি তাকে যাচ্ছেতাই গালিগালাজ করলেন। উভয় ক্ষেত্রে আপনি ন্যায় করতে যেয়ে অন্যায়ে লিপ্ত হলেন। এরূপ অগণিত উদাহরণ আমরা দেখতে পাব। এজন্য ধর্মীয় বিধিবিধান সংশ্লিষ্ট

বিষয়াদির ক্ষেত্রে মুমিনের উচিত বিষয়টি কতটুকু গুরুত্বপূর্ণ বা অন্যায় তা স্পষ্টভাবে না জেনে হটকারিতায় লিপ্ত না হওয়া।

দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে স্পষ্ট জ্ঞানের অত্যাবশ্যকতা বিষয়ে আল্লাহ বলেন:

قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي

"বল, এটিই আমার পথ। স্পষ্ট জ্ঞানের ভিত্তিতে আল্লাহর দিকে আহ্বান করি আমি এবং আমার যারা অনুসারী।" (সূরা ইউসূফ ১০৮ আয়াত)

এ স্পষ্ট জ্ঞান হলো ওহীনির্ভর জ্ঞান বা কুরআন ও হাদীসের স্পষ্ট নির্দেশনা। সূরা আম্বিয়ার ৪৫ আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন:

قُلْ إِنَّمَا أُنْذِرُكُمْ بِالْوَحْيِ

"বল, আমি তো শুধু ওহীর ভিত্তিতেই তোমাদেরকে ভয়প্রদর্শন করছি।"

এজন্য দা'ওয়াতের দায়িত্ব পালনকারীকে কুরআন ও হাদীসের আলোকে স্পষ্টরূপে জানতে হবে, যে কাজ করতে বা বর্জন করতে তিনি দা'ওয়াত দিচ্ছেন তার শর'য়ী বিধান কী এবং তা পালন বা বর্জনের দা'ওয়াতের জন্য রাসূলুল্লাহ)ﷺ(-এর শেখানো পদ্ধতি কী। কাজটি সৎকর্ম হলে তা ফরয, ওয়াজিব, মুসতাহাব ইত্যাদি কোন্ পর্যায়ের এবং অসৎকর্ম হলে হারাম, মাকরূহ ইত্যাদি কোন পর্যায়ের তা স্পষ্ট কুরআন ও হাদীসের আলোকে জানতে হবে। ওহীর স্পষ্ট নির্দেশনা ব্যতীত সাধারণ ধারণা, আবেগ আন্দাজ ইত্যাদির ভিত্তিতে কোনো কিছুকে হালাল বা হারাম বলতে কুরআন কারীমে নিষেধ করা হয়েছে।

তিনি তা বুঝা সহজ করে দিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) উম্মাতের জন্য তাঁর মহান সুন্নাত ও হাদীস রেখে গিয়েছেন। এগুলির সার্বক্ষণিক অধ্যয়ন মুমিনের জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ ইবাদত, শ্রেষ্ঠতম যিকির ও দা'ওয়াতের প্রধান হাতিয়ার।

৩.২. সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির প্রতি ভালবাসা ও আন্তরিকতা

আদেশ-নিষেধ, নসীহত, প্রচার বা আল্লাহর পথে আহ্বান করার ক্ষেত্রে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বিষয় হলো, যাকে আদেশ করছি, নিষেধ করছি বা আহ্বান করছি তার প্রতি হৃদয়ের

ভালবাসা ও আন্তরিক মঙ্গলকামনা। এজন্যই দা'ওয়াতের এ কর্মকে কুরআন ও হাদীসে 'নসীহত' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। আমরা দেখেছি যে, নসীহতের মূল অর্থ আন্তরিক ভালবাসা ও মঙ্গল কামনা। আল্লাহর পথে আহ্বান কারী বা আদেশ-নিষেধকারী কারো ভুল ধরে দেওয়া, নিজের জ্ঞান প্রদর্শন বা নিজের 'মাতব্বরি' প্রতিষ্ঠার জন্য এই কাজ করবেন না। বরং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির প্রতি হৃদয়ের ভালবাসার টানেই এ দায়িত্ব পালন করবেন।

অন্যায়ে লিপ্ত বা বিভ্রান্ত যে ব্যক্তিকে তিনি দা'ওয়াত দিচ্ছেন তার প্রতি তার হৃদয়ের অনুভুতি হবে বিপদগ্রস্থ আপনজনের মত। যার বিপদে তিনি ব্যাথা অনুভব করছেন এবং যাকে বিপদ থেকে উদ্ধার করার জন্য হৃদয়ের আকুতি অনুভব করছেন। তাকে সঠিক পথের নির্দেশনা দিলে যদি সে তা না মানে বা বিরোধিতা করে তবে আহ্বানকারী মুমিনের হৃদয়ে ক্রোধ বা প্রতিহিংসা জাগ্রত হবে না, বরং বেদনা ও দুশ্চিন্তা তার হৃদয়কে আচ্ছন্ন করবে। বেদনায় তার হৃদয় দুমড়ে মুচড়ে উঠবে। রাসূলুল্লাহ)ﷺ(-এর এ অবস্থার কথা আল্লাহ কুরআন কারীমে একাধিক স্থানে উল্লেখ করেছেন। সূরা কাহফ-এর ৬ আয়াতে বলেছেন,

فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى أَثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا

"তারা এই বাণীতে বিশ্বাস না করলে সম্ভবত আপনি তাদের পিছনে ঘুরে দুঃখ-বেদনায় নিজেকে ধ্বংস করে ফেলবেন।"

সূরা শু'আরা-এর ৩ আয়াতেও অনুরূপ বলা হয়েছে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পবিত্র জীবনে এই ভালবাসা ও প্রেমের অগণিত উদাহরণ আমরা দেখতে পাই। যে কাফিরগণ তাঁর দেহকে রক্তরঞ্জিত করছে তাদেরই জন্য তিনি আল্লাহর দরবারে ক্ষমা ও করুণা প্রার্থনা করছেন। তিনি তাঁর কপালের রক্ত মুছছেন এবং বলছেন,

رَبِّ اغْفِرْ لِقَوْمِي فَإِنَّهُمْ لا يَعْلَمُونَ

"হে আমার প্রতিপালক, আমার জাতিকে আপনি ক্ষমা করে দিন, কারণ তারা জানে না।" (বুখারী, মুসলিম, ফাতহুল বারী।)

মক্কাবাসীদের অত্যাচারে জর্জরিত রাসূলুল্লাহ)ﷺ(তায়েফে যেয়ে পেলেন নির্মমতম অত্যাচার। সে সময়ে জিবরাঈল (আ) পাহাড়ের ফিরিশতাকে নিয়ে তাঁর নিকট আগমন করে বলেন, আপনার অনুমতি হলে পাহাড় উঠিয়ে এ জনপদকে ধ্বংস করে দেওয়া হবে। নবীজি তাদের জন্য হেদায়েতের দোয়া করলেন ধ্বংসের জন্য নয়।

সুবহানাল্লাহ! কত বড় ধৈর্য। কত মহান প্রেম!! আমরা যারা সামান্য বিরোধিতায় উত্তেজিত হয়ে গালাগালি করি ও প্রতিশোধের পরিকল্পনায় বিভোর হয় তাদের একটু চিন্তা করা দরকার!

৩. ৩. ব্যক্তিগত আমল

'দা'য়ী ইলাল্লাহ' বা আল্লাহর পথে আহ্বানকারী ও আদেশ-নিষেধকারী অবশ্যই তাঁর প্রচারিত আদর্শের প্রতি নিষ্ঠাবান বিশ্বাসী ও পালনকারী হবেন। সারা বিশ্বে যিনি আল্লাহর দীন ও রাসূলুল্লাহ)ﷺ(-এর আদর্শের বিজয় ও প্রতিষ্ঠা দেখতে চান, তাকে সর্ব প্রথমে তার ব্যক্তিজীবনের সকল ক্ষেত্রে ও সকল দিকে এ আদর্শ প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে যে, নিজের জীবনে আদর্শ প্রতিষ্ঠার চেয়ে অন্যকে দা'ওয়াত দেওয়া অনেক বেশি সহজ ও আকর্ষণীয় কাজ। এজন্য শয়তান এবং মানবীয় প্রবৃত্তির কাছে তা খুবই প্রিয়। এর শাস্তিও খুব কঠিন।

ইহুদীগণ সর্বদা ধর্ম ও মানবতার বিষয়ে সবচেয়ে আকর্ষণীয় আদর্শের বুলি আউড়ায় কিন্তু নিজেরা এর সম্পূর্ণ বিপরীত কাজ করে। মহান আল্লাহ সূরা বাকারার ৪৪ আয়াতে এরশাদ করেছেন,

أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ

"তোমরা কি মানুষদেরকে সৎকার্যে নির্দেশ দাও আর নিজেদের কথা ভুলে যাও! অথচ তোমরা কিতাব অধ্যয়ন কর! তবে কি তোমরা বুঝ না।"

দ্বীনের দা'ওয়াত ও প্রতিষ্ঠার কাজে লিপ্ত অনেকেই বুঝে অথবা না বুঝে এ অপরাধে অপরাধী। ইসলামের দা'ওয়াত ও প্রতিষ্ঠার কথা বললেও ব্যক্তিগত ইবাদত, আচরণ, পারিবারিক সম্পর্ক, স্ত্রী, সন্তান, পিতামাতা, প্রতিবেশী, আত্মীয়স্বজন, কর্মস্থল, সহকর্মী ও অন্যান্য মানুষের অধিকার আদায় ইত্যাদি অনেক ক্ষেত্রে আমরা অত্যন্ত দুর্বল। এদিকে আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে। দু পর্যায়ে আমরা এ অপরাধে লিপ্ত হই:

প্রথমত, যে কার্যের জন্য আদেশ বা নিষেধ করছি তা আমরা নিজেরাই পালন বা বর্জন করছি না। যেমন আমরা প্রতিবেশীর অধিকার পালন অথবা সুদ বর্জনের দা'ওয়াত দিচ্ছি, কিন্তু নিজেরাই প্রতিবেশীর অধিকার নষ্ট করছি বা সুদে লিপ্ত রয়েছি।

দ্বিতীয়ত, আমরা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অপরাধী না হলেও, অন্যান্য সমপর্যায়ের অপরাধে লিপ্ত রয়েছি। যেমন আমরা সুদ খাচ্ছি না, তবে ঘুষ, যৌতুক, কর্মে ফাঁকি, ভেজাল ইত্যাদি অপরাধে লিপ্ত আছি।

সূরা সাফ-এর ২-৩ আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لا تَفْعَلُونَ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ

"হে মুমিনগণ, তোমরা যা কর না তা তোমরা কেন বল? আল্লাহর দৃষ্টিতে অতিশয় অসন্তোষজনক যে, তোমরা যা কর না তা বলবে।"

সূরা বাকারাহ-এর ২০৪ আয়াত ও সূরা মুনাফিকূন-এর ৪ আয়াতেও আমরা কথা ও কর্মের বৈপরীত্যের কঠিন নিন্দা দেখতে পাই।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,
এক ব্যক্তিকে আনয়ন করে জাহান্নামের অগ্নির মধ্যে নিক্ষেপ করা হবে। আগুনে তার নাড়িভুড়ি বেরিয়ে পড়বে এবং গাধা যেমন যাতা (ঘানি) নিয়ে ঘুরে তেমনি সে ঘুরতে থাকবে। তখন জাহান্নামবাসীরা তার নিকট সমবেত হয়ে বলবে, হে অমুক, তোমার কি হল? তুমি না আমাদেরকে সৎকার্যে আদেশ দিতে এবং অসৎকার্য থেকে নিষেধ করতে? সে বলবে, আমি তোমাদেরকে সৎকার্যে আদেশ দিতাম কিন্তু নিজে করতাম না। আর আমি তোমাদেরকে অসৎকার্য থেকে নিষেধ করতাম, কিন্তু নিজেই তা করতাম।" (বুখারী)

আমরা মহান আল্লাহর নিকট এরূপ করুণ পরিণতি থেকে আশ্রয় চাই।

উপরের আয়াত ও হাদীস থেকে বুঝতে পারছি যে, নিজে পালন না করে অন্যকে দা'ওয়াত দেওয়া অন্যায়। তবে দা'ওয়াত বা আদেশ-নিষেধ ফরয আইন পর্যায়ের হলে নিজের আমলে ত্রুটি থাকলেও আদেশ নিষেধ করতে হবে। যেমন একব্যক্তি ধুমপান করেন বা ঠিকমত জামাতে নামাজ পড়েন না। তিনি তার অধীনস্থ বা পরিবারের সদস্য কাউকে এ পাপে লিপ্ত দেখলে তার জন্য তাকে আদেশ বা নিষেধ করা ফরয-আইন দায়িত্ব হয়ে যাবে। এ অবস্থায় আদেশ-নিষেধ না করলে তিনি দ্বিতীয় একটি অন্যায় ও অপরাধের মধ্যে পতিত হবেন।

৩.৪. বিনম্রতা ও বন্ধুভাপান্নতা

দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে অন্যতম মৌলিক শর্ত হলো বিনম্রতা ও বন্ধুভাবাপন্নতা। আমরা অনেক সময় সৎকার্যে আদেশ বা অন্যায় থেকে নিষেধ করাকে ব্যক্তিগত অহং প্রতিষ্ঠার পর্যায়ে নিয়ে যায়। ফলে আমরা কথা বলি 'মাতব্বরি' ভঙ্গিতে যা অধিকাংশ ক্ষেত্রে মানুষের অহংবোধে আঘাত করে এবং আমাদের কথা গ্রহণ করতে বাধা দেয়। এরপর যখন সে তা গ্রহণ না করে বা আমাদের বিরুদ্ধে খারাপ কথা বলে তখন আমরা তাকে 'ইসলামের শত্রু'

আখ্যায়িত করে কঠিনভাবে তার বিরুদ্ধে আক্রোশমূলক কথা বলি। এগুলি সবই কঠিন অন্যায় এবং আল্লাহর পথ থেকে মানুষকে দূরে সারিয়ে দেওয়ার পথ। আমরা অনেক সময় 'গরম' কথা বা 'কড়া' কথা বলাকে সাহসিকতা ও 'জিহাদ' বলে মনে করি। অথচ আল্লাহ কুরআন কারীমে 'নরম' কথা বলতে নির্দেশ দিয়েছেন।

আল্লাহ 'হক্ক' কথা বলতে নির্দেশ দিয়েছেন কিন্তু 'গরম' কথা বলতে কখনো নির্দেশ দেননি। হক্ক কথাকে নরম করে বলতে নির্দেশ দিয়েছেন। বিশ্বের অন্যতম তাগূত খোদাদ্রোহী জালিম ফিরাউনের কাছে মূসা ও হারুন (আ) কে প্রেরণ করে তিনি নরম কথার নির্দেশ দিয়ে বলেন:

اذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى فَقُولا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى

"তোমর উভয়ে ফিরাউনের নিকট গমন কর, সে অবাধ্যতা ও সীমালংঘন করেছে। তোমরা তার সাথে নরম কথা বলবে, হয়তো সে উপদেশ গ্রহণ করবে বা ভয় করবে।" (সূরা তাহা ৪৩-৪৪ আয়াত)

এ যদি হয় কাফিরকে দা'ওয়াত দেওয়ার বা আদেশ-নিষেধের ক্ষেত্রে নবী-রাসূলগণের প্রতি নির্দেশ, তাহলে যারা কালিমা পড়েছেন, মুসলিম বলে নিজেকে মনে করছেন তাদেরকে আদেশ নিষেধ করার ক্ষেত্রে আমাদের আরো কত বিনম্র ও বন্ধুভাবাপন্ন হওয়া উচিত তা একটু চিন্তা করুন।

সূরা আন'আমের ১০৮ আয়াতে আল্লাহ বলেন: وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ

"তারা আল্লাহকে ছেড়ে যাদের ডাকে তাদেরকে তোমরা গালি দিবে না; কারণ ফলে তারা সীমালঙ্ঘন করে অজ্ঞতাবশত আল্লাহকে গালি দিবে।"

এ যদি হয় কাফিরদের দেবদেবীর ক্ষেত্রে আল্লাহর নির্দেশ, তাহলে কালিমা পাঠকারী মুসলিম বলে পরিচিত ব্যক্তিকে আদেশ নিষেধ করতে যেয়ে তাকে, তার ভ্রান্ত বা জাগতিক মতের নেতা বা সাথীদেরকে গালি দেওয়া কিভাবে বৈধ হবে? গালাগালি, কঠোরতা, হিংসা, ঘৃণা, গীবত, অহংকার ইত্যাদি দ্বারা অন্যায়ের প্রতিবাদ করলে তাতে মূলত নিজেদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করা হবে, কোনো ইবাদত পালন করা হবে না। আল্লাহ আমাদেরকে রক্ষা করুন।

একটি হাদীসে আয়েশা (রা) বলেন, কতিপয় ইহুদী নবী ﷺ-এর নিকট আগমন করে বলে, আস-সামু আলাইকুম

(আপনার উপর মরণ-অভিশাপ)। আয়েশা রাগন্বিত হয়ে বলেন, তোমাদের উপর মরণ, তোমাদেরকে আল্লাহ অভিশপ্ত করুন এবং তোমাদের উপর তার ক্রোধ অবতীর্ণ হোক। তখন রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন, "আয়েশা, শান্ত হও। তুমি অবশ্যই সর্বদা বিনম্রতা ও বন্ধুভাবাপন্নতা অবলম্বন করবে। আল্লাহ সকল বিষয়ে বিনম্রতা ও বন্ধুভাবাপন্নতা ভালবাসেন। আর খবরদার! কখনই তুমি উগ্রতা ও অভদ্রতার নিকটবর্তী হবে না।" আয়েশা বলেন, "তারা কী বলেছে আপনি কি তা শুনেন নি?" তিনি বলেন, "আমি কী বলেছি তা কি তুমি শোন নি? আমি বলেছি, 'ওয়ালাইকুম' অর্থাৎ তোমাদের উপরে।" (বুখারী, মুসলিম)

৩.৫. উত্তম দিয়ে মন্দ প্রতিহত করা

দা'ওয়াত বা দীন প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে ধৈর্য, ক্ষমা ও উত্তম ব্যবহারের দ্বারা খারাপ আচরণের প্রতিরোধ করতে নির্দেশ দিয়েছেন আল্লাহ। সূরা হা মীম সাজদা (ফুসিলাত) এর ৩৩-৩৫ আয়াতে আল্লাহ বলেন:

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ

"কথায় কে উত্তম ঐ ব্যক্তি অপেক্ষা যে আল্লাহর দিকে আহ্বান করে, সৎকর্ম করে এবং বলে, আমি আতত্মসমর্পনকারীদের অন্তর্ভুক্ত। ভাল এবং মন্দ সমান হাতে পারে না। (মন্দ) প্রতিহত কর উৎকৃষ্টতর (আচরণ) দ্বারা; ফলে তোমার সাথে যার তাদেরকেই যারা ধৈর্যশীল,

এ গুণের অধিকারী করা হয় কেবল তাদেরকেই যারা মহা শত্রুতা আছে সে হয়ে যাবে অন্তরঙ্গ বন্ধুর মত। এ গুণের অধিকারী করা হয় কেবল সৌভাগ্যবান।"

সূরা মুমিনূন-এর ৯৬ আয়াতে মহান আল্লাহ বলেছেন: ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةَ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ "মন্দের মুকাবিলা কর যা উৎকৃষ্টতর তা দিয়ে, তারা যা বলে আমি সে সম্পর্কে বিশেষ অবহিত।"

বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে মনে রাখতে হবে। দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে গালির প্রতিবাদে গালি, নিন্দার প্রতিবাদে নিন্দা, রাগের প্রতিবাদে রাগ ইত্যাদি নিষিদ্ধ। এসব 'মন্দ' আচরণের প্রতিরোধ করতে হবে উৎকৃষ্টতর আচরণ দিয়ে। অথচ আমরা অনেক সময় এই নির্দেশের বিপরীত কর্ম করি। কেউ প্রতিবাদ করলে বা খারাপ আচরণ করলে আমরা তার আচরণের চেয়ে 'নিকৃষ্টতর আচরণের' মাধ্যমে তার 'প্রতিবাদ'! বা 'প্রতিরোধ'!! করি।

৩.৬. সুন্দর ব্যবহার ও আচরণ

দায়ী বা সৎকার্যে আদেশ ও অসৎকার্যে নিষেধকারীকে অবশ্যই তাঁর নেতা। রাসূলুল্লাহর ﷺ মত মহোত্তম আচরণের অধিকারী হতে হবে। আরবীতে একে খুলুক বা আখলাক বলা হয়। বাংলায় সাধারণত একে 'চরিত্র' বলা হয়। তবে চরিত্র বলতে বাংলায় সাধারণত মানুষের নৈতিক পবিত্রতা বুঝানো হয়। আর আরবীতে 'আখলাক' শব্দ আরো প্রশস্ত। মানুষের সাথে মানুষের আচরণ ও ব্যবহারের সামগ্রিক অবস্থাকেই আরবীতে 'খুলুক' বলা হয়। এজন্য খুলুক বা আখলাক-কে বাংলায় 'আচরণ বা 'ব্যবহার' বলাই উত্তম।

মহান আল্লাহ সূরা কালাম-এর 4 আয়াতে এরশাদ করেছেন,

وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ

"আর নিশ্চয় আপনি মহান আচরণ ও ব্যবহারের উপরে অধিষ্ঠিত।"

এ মহান আচরণের বিভিন্ন দিক রয়েছে। উপরে উল্লিখিত বিনম্রতা, বন্ধুভাবাপন্নতা, উৎকৃষ্ট দিয়ে মন্দ প্রতিহত করা ইত্যাদিও এই 'খুলুকে আযীম' বা 'মহান আচরন'-এর অংশ। তবে এর আরো বিভিন্ন দিক রয়েছে যা 'দা'য়ী ইলাল্লাহ কে অর্জন করতে হবে। শুধু দা'ওয়াতের ক্ষেত্রেই নয়, জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে এ ব্যবহার বা আচরণ আল্লাহর পথে আহ্বানকারীর জীবনকে আলোকিত করবে এবং তার চারিধারে ফুলের সৌরভ ছড়াবে।

"রাসূলুল্লাহ ﷺ অশালীন, অশ্লীল, অশোভনীয় কথা বলতেন না, গালি দিতেন না, কটুক্তি করতেন না।" (বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য)

রাসূল ﷺ বলেন, "তোমাদের মধ্যে আমার সবচেয়ে প্রিয় এবং কেয়ামতের দিন আমার সবচেয়ে নিকটবর্তী অবস্থানের অধিকারী হবে তারা যারা তোমাদের মধ্যে সবচেয় উত্তম আচরণের অধিকারী। আর তোমাদের মধ্যে আমার নিকট সবচেয়ে বেশি ঘৃণিত এবং কেয়ামতের দিন আমার থেকে সবচেয়ে দূরে অবস্থান করবে তারা যারা বেশি কথা বলে, যারা কথা বলে জিতে যেতে চায়, বাজে কথা বলে এবং যারা অহঙ্কার করে।" (তিরমিযী। হাদীসটি হাসান।)

"রাসূলুল্লাহ ﷺ সমাজের নিকৃষ্টতম ব্যক্তির সাথেও পরিপূর্ণ মনোযোগ দিয়ে তার দিকে পূর্ণ মুখ ফিরিয়ে কথা বলতেন। এভাবে তিনি তার হৃদয় জয় করে নিতেন। তিরি আমার সাথেও কথা বলতেন পূর্ণ মনোযোগ দিয়ে এবং আমার দিকে পূর্ণরূপে মুখ ফিরিয়ে। এমনকি আমার মনে হতো আমিই সমাজের শ্রেষ্ঠ মানুষ।" (তাবারানী। হাসান)

এখানে উল্লেখ্য যে, মানুষের প্রতি অকৃত্রিম ভালবাসা, শ্রদ্ধাবোধ এবং অহঙ্কারহীন হৃদয় না হলে এগুণ পুরোপুরি অর্জন করা যায় না।

উত্তম আচরণ শুধু দা'ওয়াতের সফলতার চাবিকাঠিই নয়, উপরন্তু আখেরাতের সফলতার সর্বোত্তম উপায়। রাসূলুল্লাহ বলেছেন, "কিয়ামতের দাড়িপাল্লায় উত্তম আচরণের চেয়ে বেশি ভারি কোনো আমল আর রাখা হবে না। আর উত্তম আচরণের অধিকারী ব্যক্তি এ আচরণের দ্বারাই তাহাজ্জুদ। নফল রোযা পালনকারী মর্যাদা অর্জন করবে।" (তিরমিযী, আহমদ, আবু দাউদ। সহীহ। সহীহুল জামি।)

৩.৭. সবর বা ধৈর্য

সূরা লুকমানের **১৭** আয়াতে আল্লাহ বলেন:

أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ

"সালাত কায়েম কর, সৎকার্যে আদেশ কর, অসৎকার্যে নিষেধ কর এবং তোম উপর যা নিপতিত হয় তাতে ধৈর্য ধারণ কর। নিশ্চয় এগুলিই দৃঢ়সংকল্পের কাজ।"

সূরা আল-ইমরানের ১৮৬ আয়াতে এবং সূরা আল-আসরেও অনুরূপ নির্দেশ দেয়া হয়েছে। ধৈর্যের মূল পরিচয় হলো রাগের সময়। আল্লাহর পথে ডাকতে বা ভাল কাজে আদেশ ও খারাপ কাজের নিষেধ করতে গেলেই অনেক মানুষের নিকট থেকে বিরূপ বর্ষ গালিগালাজ, নিন্দা ইত্যাদি শুনতে হবে এবং এতে কখনো প্রচণ্ড রাগ হবে এবং কখনো ম দুঃখভারাক্রান্ত হবে। উভয় ক্ষেত্রেই আমাদেরকে ধৈর্যের মাধ্যমে এর মুকাবিলা করতে হবে।

এবং উৎকৃষ্ট দিয়ে মন্দ প্রতিহত করতে হবে। কুরআন কারীমে বারংবার মুমিনদেরকে ধৈর্য অবলম্বন করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ক্রোধের সময় ধৈর্য ধারণ করা এবং ক্রোধ সম্বরণ করাকে মুমিনদের মৌলিক পরিচয় বলে উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহর পথে টিকে থাকার জন্য ধৈর্য ও সালাতের সাহায্য গ্রহণ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

কাফিরদের নিন্দামন্দ, মিথ্যা-অপবাদ, বিরূপ কথা ও ষড়যন্ত্রের মুকাবিলায় রাসূলুল্লাহ)ﷺ(-কে ধৈর্য ধারণের নির্দেশ দিয়ে সূরা নাহল-এর ১২৭-১২৮ আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন:

وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ

"ধৈর্য ধারণ কর, আর তোমার ধৈর্য তো আল্লাহর সাহায্য ছাড়া হবে না। আর তাদের দরুন দুঃখ করবে না এবং তাদের ষড়যন্ত্রে মনঃক্ষুন্ন হবে না। আল্লাহ তাদের সঙ্গে আছেন যারা তাকওয়া অবলম্বন করেন এবং যারা সৎকর্মপরায়ণ।"

৩. ৮. সালাত, তাসবীহ ও ইবাদত

ধৈর্য অর্জনের অত্যন্ত বড় অবলম্বন হলো সালাত বা নামায ও দোয়া। কুরআন কারীমে একাধিক স্থানে ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে শক্তি অর্জনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সূরা হিজর-এর ৮৭-৯৯ আয়াতে আল্লাহ বলেন,

وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ

"আমি তো জানি, তারা যা বলে তাতে তোমার অন্তর সংকুচিত হয়। সুতরাং তোমার প্রতিপালকের তাসবীহ-তাহমীদ বা প্রশংসাময় পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর এবং

সাজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হও এবং তোমার প্রতিপালকের ইবাদত কর। এভাবেই তোমার একীন এসে যাবে।"

আল্লাহর পথে ডাকতে গেলে বা সৎকার্যে আদেশ ও অসৎকার্যে নিষেধ করতে গেলে মানুষের বিরোধিতা, শক্রতা ও নিন্দার কারণে কখনো ক্রোধে কখনো বেদনায় অন্তর সঙ্কীর্ণ হয়ে যায়। এ মনোকষ্ট দূর করার ও প্রকৃত ধৈর্য ও মানসিক স্থিতি অর্জন করার উপায় হলো বেশি বেশি আল্লাহর যিক্র, তাসবীহ, তাহমীদ ও সালাত আদায় করা। সাজদায় যেয়ে আল্লাহর দরবারে ক্রন্দন ও প্রার্থনা করা। এভাবেই আমরা 'মন্দকে উৎকৃষ্ট দিয়ে প্রতিহত' করার প্রকৃত গুণ অর্জন করতে পারব। আমরা (Re-active) না হয়ে (Pro-active) হতে পারব। কারো আচরণের প্রতিক্রিয়া আমাদের আচরণকে প্রভাবিত করবে না। আল্লাহর রেযামন্দীর দিকে লক্ষ্য রেখে আমরা আচরণ করতে পারব। আমরা সত্যিকার অর্থে মহা-সৌভাগ্যবানদের অন্তর্ভুক্ত হতে পারব। আল্লাহ আমাদেরকে কবুল করুন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ: যেমন ছিল নবীদের দাওয়াতি পদ্ধতি

৪.১ নূহ (আ:) দাওয়াত

নুহ (আ.) তাঁর সম্প্রদায়কে প্রথম তাওহিদের দাওয়াত দিয়েছেন। তিনি তাঁর সম্প্রদায়কে বলেছেন- 'ইবাদত করতে হবে একমাত্র আল্লাহর। এই দাওয়াত ছিল সকল নবি-রাসূলের দাওয়াত। নুহ (আ.) যেমন তাওহিদের দাওয়াত দিয়েছেন, তেমনই রিসালাতের দাওয়াতও দিয়েছেন। তিনি তাদের বলেছেন-'তোমরা আমার আনুগত্য করো।' আল্লাহও পবিত্র কুরআনে জানিয়ে দিয়েছেন-

' يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ
হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করো।(সূরা নিসা: ৫৯)

নুহ (আ.)-এর দাওয়াতের ধাপ ছিল চারটি। সেগুলো হলো-
১.তাওহিদের দাওয়াত
২.রিসালাতের দাওয়াত
৩.সুসংবাদ
৪.সতর্কবার্তা

তিনি ধারাবাহিকভাবে মানুষকে এই চারটি বিষয়ের দাওয়াত দিয়েছেন। আমরাও যদি কাউকে দাওয়াত দিতে চাই, তাহলে দাওয়াতের এই ধারাবাহিকতা মেনেই দাওয়াত দিতে হবে। এই দাওয়াত অমুসলিমদের যেমন দিতে হবে, তেমনই মুসলিমদেরও দিতে হবে। এর ফলে ইসলামের বিধান অনুসরণ না করা মুসলিমরাও সতর্ক হবে।

আল্লাহর ব্যাপারে স্পষ্ট ধারণা ব্যক্ত করার পর তাদের রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর আনুগত্যের দাওয়াত দিতে হবে। এই দুটো যদি তারা মেনে তারা দাওয়াতের মূল বার্তা গ্রহণ করে নিল। এবার তাদের সাধারণ সুসংবাদসংক্রান্ত কুরআনের আয়াত ও হাদিস শোনাতে হবে, অমান্য করলে কী আজাব আছে; সেটা বলতে হবে। তাদের জানাতে হবে-একবার যে ব্যক্তি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারিকালাহ' বলবে, জান্নাত তার ওপর ওয়াজিব হয়ে যাবে। তাদের জানাতে হবে-

إِنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ۚ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا -

'আল্লাহ সকল গুনাহ ক্ষমা করে দিতে পারেন, কিন্তু তাঁর সাথে শিরক করা হলে সেটা তিনি ক্ষমা করেন না। যে আল্লাহর সাথে শরিক করল, সে এক মহা অপবাদ আরোপ করল। (সূরা নিসা:৪৮)

তাদের জান্নাতের বর্ণনা শুনাতে হবে, বলতে হবে জাহান্নামের আজাবের কথা। নেক আমলের সওয়াবের কথা বলার পাশাপাশি পাপ কাজের গুনাহের কথাও বলতে হবে। নুহ (আ.)-এর দাওয়াত প্রসঙ্গে আল্লাহ কুরআনে বলেছেন-

قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَاءِ إِلَّا فِرَارًا -وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي أَذَانِهِمْ وَ اسْتَغْشَوا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَ اسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا - ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا - ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَ أَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا -

'হে আমার রব! আমি আমার সম্প্রদায়কে দিনরাত দাওয়াত দিয়েছি। কিন্তু আমার দাওয়াত শুনে তারা আরও বেশি পলায়নপর হয়েছে। আমি যখন তাদের আহ্বান করি, যাতে আপনি তাদের ক্ষমা করেন, এতে তারা কানে আঙুল দেয়, নিজেদের বস্ত্রাবৃত করে ও জেদ করতে থাকে এবং অতিশয় ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করে। অতঃপর আমি তাদের দাওয়াত দিয়েছি প্রকাশ্যে, তারপর আমি তাদের জনসম্মুখে দাওয়াত দিয়েছি এবং গোপনেও দাওয়াত দিয়েছি। '(সূরা নূহ:৫-৯)

নুহ (আ.) দীর্ঘ ৯৫০ বছর মানুষকে দ্বীনের দাওয়াত দিয়েছেন। কতটা ধৈর্যের সাথে দাওয়াত দিয়েছেন, চিন্তা করা যায়। তিনি এক পদ্ধতিতে দাওয়াত দিয়েছেন, সেই পদ্ধতিতে কাজ না হলে আরেক পদ্ধতিতে দাওয়াত দিয়েছেন। দিনে দাওয়াত দিয়েছেন, দিনের দাওয়াতে কাজ না হলে রাতে আবার দাওয়াত দিয়েছেন। প্রকাশ্য দাওয়াত দিয়েছেন, আবার একজন একজন করে আলাদাভাবেও দাওয়াত দিয়েছেন। মানুষের কাছে যাওয়ার যত উপায় ছিল, সকল উপায় তিনি অবলম্বন করেছেন। কোনো উপায় বাদ দেননি। এটা থেকে আমরা শিখতে পারি, দাওয়াত দেওয়ার জন্য আমাদের সামনে যত উপায় আছে, প্রত্যেকটি উপায়কে কাজে লাগাতে হবে।

আমরা মানুষের কাছে সরাসরি গিয়ে যেমন দাওয়াত দিতে পারি, তেমনই মাইকিং করে ওয়াজ-মাহফিলেও দাওয়াত দিতে পারি। ভিডিও বানিয়েও দাওয়াত দিতে পারি, লেখালেখি করেও দাওয়াত দিতে পারি। অনলাইন বা অফলাইন-যেখানেই মানুষের উপস্থিতি আছে, সেখানেই আমরা দ্বীনের দাওয়াত নিয়ে যেতে পারি।

প্রত্যাখ্যানের প্রস্তুতি নিয়েই আমরা মানুষকে দ্বীনের দিতে যাব, তাহলে প্রত্যাখ্যাত হওয়ার পর কষ্টবোধ কম হবে। কেউ আমাদের দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করেছে মানেই আল্লাহ তাকে আর হিদায়াত দান করবেন না-এমনটি ভাবা উচিত নয়। হতে পারে সে আমাদের দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করেছে, অন্য কারও দাওয়াত গ্রহণ করবে। আমাদের কাজ শুধু দাওয়াত দেওয়া। কেউ গ্রহণ করল কী করল না-সেই বিবেচনায় কারও ব্যাপারে সিদ্ধান্তে চলে যাওয়া উচিত নয়।

দাওয়াতের ক্ষেত্রে আমাদের যেমন জনসম্মুখে কথা বলতে হবে, তেমনই গোপনে একজন একজন করেও দাওয়াত দিতে হবে। যাদের জনসম্মুখে দাওয়াত দেওয়া দরকার, তাদের জনসম্মুখে; যাদের গোপনে দাওয়াত দেওয়া দরকার, তাদের গোপনে দাওয়াত দিতে হবে। একেকজনের ক্ষেত্রে একেক ভাষায় কথা বলতে হবে। পাশের বাড়ির চাচাদের দাওয়াত দিতে গেলে তাদের ভাষাতেই কথা বলতে হবে। যে ভাষায় কথা বললে তারা সম্মানবোধ করেন, সেই ভাষায় তাদের দাওয়াত দিতে হবে। আবার জনসম্মুখে ১০-১৫ জন লোককে যখন দাওয়াত দেবো, তখন প্রত্যেকের নাম ধরে দাওয়াত দিতে পারব না। সেটা সময়সাপেক্ষ ও বিরক্তিকর ব্যাপার। এক্ষেত্রে 'আপনারা' শব্দ ব্যবহার করে তাদের সাথে কথা বলতে পারি।

৪.২ ইবরাহিম (আ:) দাওয়াত

ইবরাহিম (আ.) হলেন রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর পর শ্রেষ্ঠ নবি। পবিত্র কুরআনে তাঁর নামে একটি সূরা আছে-সূরা ইবরাহিম। তাঁর জীবন থেকে দাওয়াতের অনেকগুলো শিক্ষণীয় পদ্ধতি আছে। আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বলেছেন-

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيْهِ أَزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً ۚ إِنِّي أَرَيكَ وَ قَوْمَكَ فِي ضَلَلٍ مُّبِينٍ

'স্মরণ করো, যখন ইবরাহিম তাঁর পিতা আজরকে বলল, তুমি কি মূর্তিগুলোকে ইলাহরূপে গ্রহণ করেছ? নিশ্চয়ই আমি তোমার সম্প্রদায়কে স্পষ্ট গোমরাহিতে দেখছি। (সূরা আনআম:৭৪)

ইবরাহিম (আ.) গিয়ে তাঁর বাবাকে তাওহিদের দাওয়াত দিলেন। তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, কেন তিনি আল্লাহর ইবাদত না করে মূর্তিগুলোর ইবাদত করছেন? অথচ মূর্তিগুলো তাঁর নিজের হাতের তৈরি। তিনি নিজ হাতে যে মূর্তি বানাচ্ছেন, সেই মূর্তির আবার ইবাদত করছেন। এটা কীভাবে সম্ভব!

আরেকবার ইবরাহিম (আ.) বিতর্ক করলেন সূর্যপূজারিদের সাথে। আকাশের সূর্য দেখে বললেন-'এটাই আমার রব।' কিন্তু যখন এটা অস্তমিত হলো, তখন যুক্তি দেখালেন-'অস্তগামীদের আমি ভালোবাসি না।' অর্থাৎ, সূর্য যদি আমার রব হতো, সেটা তো অস্ত যেত না। আকাশে উজ্জ্বল পূর্ণিমার চাঁদ দেখে বলে উঠলেন-'এটাই আমার রব।' কিন্তু চাঁদও অস্ত গেলে পালটা যুক্তি দেখালেন। এই ঘটনা কুরআন বর্ণনা করেছে-

فَلَمَّا رَاَ الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هٰذَا رَبِّي هَذَا اكْبَرُ فَلَمَّا اَفَلَتْ قَالَ يٰقَوْمِ انّى بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ -

'অতঃপর যখন সে সূর্যকে প্রদীপ্ত দেখল, বলল-এটি আমার প্রতিপালক। এটি সর্ববৃহৎ। যখন সেটিও অস্তমিত হলো, সে বলল, হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা যেগুলোকে আল্লাহর অংশী করো, সেগুলোর সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই। (সূরা আনআম:৭৮)

নক্ষত্রপূজারিদের সাথে বিতর্কের সময় ইবরাহিম (আ.) 'এটাই আমার রব' বলে নিজের সংশয় প্রকাশ করেননি; বরং তাঁর কথার মাধ্যমে সূর্যপূজারি ও চন্দ্রপূজারিদের মনস্তত্ত্ব প্রকাশ করেছিলেন মাত্র। অতঃপর সেই যুক্তির পালটা যুক্তি হাজির করে তাদের চিন্তার অসারতা প্রমাণ করেছিলেন।

কোনো কিছু আমাদের চেয়ে বড়ো, সুন্দর মানেই সেটি আমাদের সৃষ্টিকর্তা নয়। অনেকেই এই কারণে তাদের আশেপাশের সবকিছুকে তাদের সৃষ্টিকর্তা মনে করে। ইবরাহিম (আ.) তাদের সাথে বিতর্ক করে বোঝানোর চেষ্টা করলেন, সেগুলো আমাদের সৃষ্টিকর্তা নয়; সেগুলোরও একজন সৃষ্টিকর্তা আছেন। তাহলে কার ইবাদত করতে হবে? ইবরাহিম (আ.) 'কার ইবাদত করা যাবে না' যেমন বলেছেন, তেমনই বলেছেন তিনি কার ইবাদত করেন, তা-ও। কুরআনে বলা হয়েছে-

إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَ مَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ

'আমি একনিষ্ঠ হয়ে সেই মহান সত্তার দিকে আমার মুখ ফেরালাম, যিনি আসমান ও জমিন সৃষ্টি করেছেন আর আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই। (আনআম:৭৯)

ইবরাহিম (আ.) মূর্তিপূজারিদের অভিশাপ দেননি, তাদের অবজ্ঞা করেননি। তিনি বরং যুক্তির সাথে তাঁর অবস্থান ব্যক্ত করেছেন এবং মূর্তিপূজার অসারতা তুলে ধরেছেন।

ইবরাহিম (আ.) তাঁর দাওয়াতের ব্যাপারে ছিলেন স্পষ্ট। তিনি মিনমিন করে কিছু বলেননি। তিনি যা বলেছেন, দৃঢ়তার সাথে বলেছেন। সবাই জানত তাঁর অবস্থান। তিনি তাঁর দাওয়াতের মধ্যে আল্লাহর গুণাবলি তুলে ধরেছেন, তাঁকে 'রব' হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। তিনি শুধু আল্লাহর অস্তিত্ব প্রমাণের চেষ্টা করেননি, তাঁকে মানুষের পালনকর্তা হিসেবেও প্রমাণ করেছেন।

৪.৩ মূসা (আ:) এর দাওয়াত

মুসা (আ.)-এর নাম আল্লাহ কুরআনে সবচেয়ে বেশিবার উল্লেখ করেছেন। তাঁর নাম পবিত্র কুরআনে যতবার এসেছে, অন্য কোনো নবির নাম ততবার আসেনি। তিনি ছিলেন আল্লাহর বিশেষ নিয়ামতপ্রাপ্ত নবি, যার সাথে স্বয়ং আল্লাহ কথা বলেছেন। মুসা (আ.)-কে নবুয়ত দেওয়ার পর আল্লাহ নির্দেশ দিলেন ফেরাউনের কাছে দাওয়াত নিয়ে যেতে। ফেরাউন ছিল পৃথিবীর ইতিহাসে অন্যতম নিকৃষ্ট জালিম শাসক। সে নিজেকে 'রব' দাবি করেছিল। অনেকেই আল্লাহকে অস্বীকার করেছে। কিন্তু খুব কম ব্যক্তি নিজেকে আল্লাহ দাবি করেছে। ফেরাউন ছিল তাদের মধ্যে একজন। সেই নিকৃষ্ট ফেরাউনের কাছে দ্বীনের দাওয়াত পৌছানোর জন্য আল্লাহ তায়ালা মুসা (আ.)-কে নির্দেশ দিলেন। তার সাথে কেমন ভাষায় কথা বলতে হবে, সেটাও শিখিয়ে দিলেন। আল্লাহ তায়ালা বললেন-

فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى

'তোমরা তাঁর সাথে নম্রভাবে কথা বলবে। হয়তো সে উপদেশ গ্রহণ করবে অথবা ভয় পাবে। (সূরা ত্ব-হা: ৪৪)

এখানে সবচেয়ে বিস্ময়কর ব্যাপার হলো-মুসা (আ.) ও তাঁর ভাই হারুন (আ.)-কে ফেরাউনের কাছে নম্রভাষায় দাওয়াত নিয়ে যাওয়ার জন্য আল্লাহ নির্দেশ দিচ্ছেন। অর্থাৎ একজন দাঈ কঠোর ভাষায় দ্বীনের দাওয়াত দেবেন না। ফেরাউনের মতো নিকৃষ্ট জালিমকে দাওয়াত দেওয়ার সময় যদি আল্লাহ নম্রভাষায় দাওয়াত দিতে বলেন, তাহলে আপনার-আমার আশেপাশে যেসব মানুষ আছেন, তাদের দ্বীনের দাওয়াত দিতে গেলে কেমন ভাষায় দিতে হবে? ফেরাউন শত শত বনি ইসরাইলের সন্তানকে হত্যা করেছে, জমিনে ফিতনা ছড়িয়েছে; তারপরও তার কাছে নম্রভাষায় দাওয়াত দিতে বলা হচ্ছে। এটাই দাওয়াতের ভাষা।

ফেরাউনের কাছে যাওয়ার পর মুসা (আ.) আল্লাহর একত্ববাদের দাওয়ায় দিলেন। তাঁর দাওয়াত শুনে ফেরাউন জিজ্ঞেস করল-'হে মুসা। রে তোমাদের রব?'

- قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى

'সে বলল, আমার রব তিনি, যিনি প্রত্যেক বস্তুকে তার যোগ্য আকৃতি দান করেছেন, অতঃপর পথনির্দেশ করেছেন। (সূরা ত্বহা-৫০)

মুসা (আ.) ফেরাউনের প্রশ্নের জবাবে বলেননি-'আল্লাহই আমার রব।' তিনি কেবল আল্লাহর গুণাবলির কথা উল্লেখ করলেন। আল্লাহর কয়েকটি গুণের কথা উল্লেখ করে তিনি বোঝালেন-আল্লাহর বিশেষত্ব কী। অতঃপর ফেরাউন প্রশ্ন করল-'তাহলে অতীত যুগের লোকদের কী অবস্থা?' মুসা (আ.) ফেরাউনের এই প্রশ্নের জবাবে বলেন-

- قَالَ عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي فِي كِتَٰبٍ لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنْسَى

'সে বলল, এর জ্ঞান আমার রবের নিকট লিপিবদ্ধ আছে। আর আমার রব ভুল করেন না এবং বিস্মৃতও হন না।(সূরা ত্বহা-৫২)

এখান থেকে কিছু বিষয় বোঝা যায়। কাউকে দাওয়াত দিতে গেলে সে প্রশ্ন করবে। কেউ আন্তরিকতার সাথে প্রশ্ন করবে, কেউ শুধু প্রশ্ন করার জন্যই প্রশ্ন করবে। মুসা (আ.) ফেরাউনের প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিলেন। তবে যেটির উত্তর জানতেন না, সেটির ব্যাপারে বললেন-'এটার উত্তর আল্লাহ ভালো জানেন।'

একজন দাঈ সব প্রশ্নের উত্তর জানবেন; ব্যাপারটা এমন নয়। তিনি যে প্রশ্নের উত্তর জানবেন না, সে প্রশ্নের ব্যাপারে মনগড়া উত্তর দেবেন না; বরং তার কাছ থেকে সময় চাইবেন।

৪.৪ রাসূল ﷺ এর দাওয়াত

রাসূলুল্লাহ (সা.) ছিলেন শ্রেষ্ঠ রাসূল, নবি-রাসূলগণের ইমাম, শেষ নবি। তাঁর পরে আর কোনো নবি-রাসূল আসবেন না। নবুয়তের ধারা তাঁর মাধ্যমেই সমাপ্ত হয়েছে। আল্লাহ পবিত্র কুরআনে তাঁর দাওয়াতের পদ্ধতি সম্পর্কে বলেছেন-

قُلْ مَا كُنْتُ بِدُعَا مِنَ الرُّسُلِ وَ مَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَى وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ -

'বলুন, আমি তো নতুন কোনো রাসূল নই। আমি জানি না, আমার ও তোমাদের সাথে কী আচরণ করা হবে। আমার কাছে যে ওহি পাঠানো হয়, আমি শুধু তা-ই মেনে চলি। একজন স্পষ্ট সতর্ককারী ছাড়া আমি আর কিছু নই।'(সূরা আহকাফ: ৯)

রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁর সম্প্রদায়ের মানুষদের জানিয়ে দিলেন, তিনি নতুন কোনো বার্তা নিয়ে আসেননি। তিনিই একমাত্র বা প্রথম রাসূল নন; বরং তাঁর পূর্বেও আল্লাহ তায়ালা অনেক নবি-রাসূল প্রেরণ করেছেন। তিনি সেই ধারার একজন রাসূল। পূর্ববর্তী নবি-রাসূলগণ যে মৌলিক বার্তা নিয়ে মানুষের কাছে এসেছিলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.)-ও একই বার্তা নিয়ে এসেছেন। পূর্ববর্তী নবি-রাসূলগণের পথ ও তাঁর পথ একই পথ। তাঁর পূর্বে যারা রিসালাতের দায়িত্ব পালন করেছেন, তাঁদের বার্তার সাথে তাঁর বার্তার মৌলিক কোনো পার্থক্য নেই। প্রত্যেক নবি-রাসূলকে আল্লাহ তায়ালা প্রেরণ করেছেন তাঁর একত্ববাদের জানান দিতে।

রিসালাতের দায়িত্ব অর্পণ করেই আল্লাহ তায়ালা রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে জানিয়ে দিলেন, তিনি যেন তাঁর নিকটাত্মীয়কে আগে দাওয়াত দেন। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ বলেছেন-

وَانْذِرُ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ

'তুমি তোমার নিকটাত্মীয়দের সতর্ক করে দাও। '(সূরা শুআরা: ২১৪)

এই আয়াত নাজিল হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ (সা.) পাহাড়ে দাঁড়িয়ে সবাইকে আহ্বান করে বললেন-'হে কুরাইশ সম্প্রদায়। তোমরা আত্মরক্ষা করো। আল্লাহর আজাব থেকে রক্ষা করতে আমি তোমাদের কোনো উপকার করতে পারব না।

অতঃপর তিনি নাম ধরে ধরে তাঁর নিকটাত্মীয়দের সম্বোধন করতে লাগলেন। তাঁর ফুফু এমনকি তাঁর কন্যা ফাতিমা (রা.)-কেও আল্লাহর আজাবের কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন। এ থেকে বোঝা যায়-দাওয়াতের প্রথম হকদার হলো নিকটাত্মীয়রা। রাসূল (সা.)-এর দাওয়াতে সর্বপ্রথম যারা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন, তারা হলেন তাঁর ঘনিষ্ঠজন।

আমরা দাওয়াত দেওয়ার ক্ষেত্রে প্রায়ই এই ভুলটি করি। নিজের পরিবারকে দাওয়াত না দিয়ে সারা বিশ্বে দাওয়াত দিয়ে বেড়াই। নবি-রাসূল ও সাহাবিদের জীবনী পড়লে তার উলটো ঘটনা দেখা যায়। তারা সর্বপ্রথম নিজের পরিবারে দাওয়াত দিয়েছেন, অতঃপর বাইরের মানুষকে। ইংরেজিতে একটি প্রবাদ আছে-'Charity begins at home।' অর্থাৎ, 'আগে ঘর, তবে তো পর।' দাওয়াতের ক্ষেত্রে এই প্রবাদটি আমাদের মনে রাখতে হবে। আমরা বাইরে যেমন দাওয়াত দেবো, নিজের ঘরেও তেমনই দাওয়াত দেবো। দাওয়াত দেওয়ার সময় নিজের ঘরকে আগে প্রাধান্য দেবো।

দাওয়াত দিতে গেলে ধৈর্যধারণ করতে হয়। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর জীবনী পড়লে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি মক্কায় ১৩ বছর দাওয়াত দিয়েছেন। অতঃপর মদিনায় গিয়েছেন। মক্কার মানুষ তাঁর দাওয়াত গ্রহণ না করলেও মদিনার মানুষ ঠিকই তাঁর দাওয়াত গ্রহণ করেছে। চারিদিক থেকে যখন তাঁকে হত্যার ষড়যন্ত্র করা হচ্ছিল, তখন ওই দূরের মদিনার মানুষই তাঁকে সাদরে বরণ করে নিয়েছে।

হজের সময় মদিনার লোকেরা হজ করতে মক্কায় এলে রাসুল (সা.) তাদের দাওয়াত দিলেন। সেই দাওয়াতের ফলে অনেকেই ইসলাম গ্রহণ করল এবং মদিনায় গিয়ে ইসলামের দাওয়াত দিতে লাগল। মদিনাকে তারা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর আগমনের পূর্বেই উপযুক্ত করে গড়ে তুলল। তাঁর আগমনের পূর্বেই মদিনার আউস ও খাজরাজ গোত্রের প্রায় সবাই ইসলাম গ্রহণ করেছিল। অথচ রাসূলুল্লাহ (সা.) মদিনায় মাত্র গুটিকয়েক মানুষজনকে দ্বীনের দাওয়াত দিয়েছিলেন। মদিনার চেয়ে কয়েক গুণ বেশি দাওয়াতি কাজ করেছিলেন মক্কায়। মক্কায় দাওয়াত দেওয়ার সময় তিনি যে ধৈর্যের পরিচয় দিয়েছিলেন, সেই ধৈর্যের ফল পেলেন মদিনায়।

দাঈমাত্রই ভিশনারি। তারা অনেক দূর পর্যন্ত চিন্তা করতে পারেন। ধরুন, আপনি একজন লোকের বাড়িতে গিয়ে নিয়মিত ইসলামের দাওয়াত দেন। একটানা এক বছর দাওয়াত দেওয়ার পরও লোকটির কোনো উনিশ-বিশ হলো না। আপনি ভাবতে লাগলেন-আপনার দাওয়াত ব্যর্থ। কিন্তু এমনও তো হতে পারে-আপনার দাওয়াত ওই লোকটি শোনেনি, কিন্তু ঘরে থাকা স্ত্রী-কন্যা বা ছেলে শুনেছে। যার মাধ্যমে আপনি বীজ ফোটাতে চেয়েছেন, তার মাধ্যমে না হলেও হয়তো-বা অন্য কোথাও বীজ ফুটে চারা বের হয়েছে, অথচ আপনি টেরও পাননি। এজন্য একজন দাঈর হারানোর কিছু নেই। আপনার আহ্বানে মানুষ সাড়া দিলেও আপনার লাভ, সাড়া না দিলেও ক্ষতি নেই। এ ব্যবসায় আপনার ক্ষতির কোনো কারবার নেই। আপনার আহ্বানে কেউ সাড়া না দিলেও আপনি সওয়াব পাবেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ: দাওয়াতের আধুনিক উপকরণ

৫.১. মিডিয়া, মিছিল, হরতাল ইত্যাদি আধুনিক উপকরণ

দা'ওয়াতের জন্য যে সকল আধুনিক উপকরণ ব্যবহার করা হয় বা করা যায় সেগুলির অন্যতম হলো কুরআন, সুন্নাহ, ওয়ায, ন্যায়ের উৎসাহ, অন্যায়ের আপত্তি ইত্যাদির জন্য পত্র-পত্রিকা, রেডিও, টেলিভিশন, ওয়েবসাইট ও অন্যান্য আধুনিক উপকরণ ও ইলেকট্রনিক মিডিয়া ব্যবহার এবং র‍্যালী, মিছিল, হরতাল, ধর্মঘট, মানববন্ধন, নির্বাচন ইত্যাদি উপকরণ ব্যবহার করা।

৫.২ আধুনিক উপকরণ ব্যবহারের শর্তাবলী

এ সকল উপকরণের ক্ষেত্রে নিম্নের বিষয়গুলি লক্ষণীয়:

প্রথমত, এ উপকরণগুলি ইসলামের বিধিবিধানের পরিপন্থী না হলে তা প্রয়োজন ও সুযোগমত ব্যবহার করা যাবে। তবে সেগুলিকে কখনোই দ্বীনের বা ইবাদতের অংশ মনে করা যাবে না। কেউ সেগুলি ব্যবহার না করলে তাকে নিন্দা করা বা তার দা'ওয়াতের ইবাদত পালনে ত্রুটি হচ্ছে বলে মনে করার অবকাশ নেই।

দ্বিতীয়ত, প্রয়োজন অনুসারেই তা ব্যবহার করতে হবে। এ সকল উপকরণের ব্যবহারে অমুসলিম সম্প্রদায়ের অন্ধ অনুকরণ অবশ্যই বর্জনীয়।

তৃতীয়ত, এ সকল উপকরণের ব্যবহারের ক্ষেত্রেও ইসলামী আখলাকের পূর্ণ উপস্থিতি আবশ্যকীয়। আন্তরিকতা, ভালবাসা, বিনম্রতা, বন্ধুভাবাপন্নতা, উৎকৃষ্ট দিয়ে মন্দ প্রতিরোধ ইত্যাদি বিষয় সকল অবস্থায় পালনীয়। গীবত, ঢালাও অভিযোগ ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রেই বর্জনীয়। অনেক সময় আমরা ওয়ায, দা'ওয়াত, তাফসীর, খুতবা ইত্যাদির সময় ইসলামী আখলাক অনুসরণ করি। পক্ষান্তরে নির্বাচন, জনসভা, মিছিল, র‍্যালী ইত্যাদির সময়ে পাশ্চাত্য রীতির অনুসরণ করি। এগুলিতে আমরা কাফির-ফাসিকদের মত জ্বালাও পোড়াও, ভেঙ্গে ফেল, গুড়িয়ে দাও ইত্যাদি ভাষা ব্যবহার, চিৎকার, লাফালাফি, গালাগালি, হাতে তালি ইত্যাদি ইসলাম- নিষিদ্ধ কর্ম করে থাকি। মনে হয় এগুলিতে ইসলাম পালনের প্রয়োজন নেই বা এগুলি ইসলামী কায়দায় করা যায় না। কাফির ফাসিকদের ক্ষমতার দ্বন্ধ ও মুমিনের দা'ওয়াত ও দীন প্রতিষ্ঠা কখনোই একই আখলাকের হতে পারে না।

ষষ্ঠ পরিচ্ছদ :শেষকথা

৬.১ রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর মাধ্যমে নবুয়তের ধারা শেষ হয়ে গেছে। পৃথিবীতে নতুন করে আর কোনো নবি-রাসূল আসবেন না। তাহলে কিয়ামতের আগপর্যন্ত পৃথিবীতে যত মানুষের আগমন ঘটবে, তারা হিদায়াত লাভ করবে কীভাবে? তাদের কাছে কে পৌঁছাবে তাওহিদের রশ্মি? যারা অসচেতন মুসলমান, ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞ, তাদের কে দেখাবে হেরার রাজ-তোরণ? এই দায়িত্ব আমাদের। শেষনবি মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর উম্মত হিসেবে আমাদেরই বয়ে নিতে হবে এ দায়িত্বের ভার। আমরা প্রত্যেকেই একেকজন দ্বীনের দাঈ। এই দায়িত্ব আল্লাহ তায়ালা আমাদের দিয়েছেন।

আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে বলেছেন-

كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ

'তোমরাই হলে সর্বোত্তম উম্মাহ, যাদের মানবজাতির কল্যাণের জন্য বের করা হয়েছে। তোমরা ভালো কাজের আদেশ দেবে এবং মন্দ কাজ থেকে বারণ করবে আর আল্লাহর প্রতি ঈমান পোষণ করবে। '(সূরা আলে ইমরান: ১১০)

রাসূলুল্লাহ (সা.)-ও আমাদের দাওয়াতি কাজ করতে আদেশ করেছেন। তিনি বলেছেন- 'আমার পক্ষ থেকে একটা আয়াত হলেও তোমরা মানুষের কাছে তা পৌঁছে দাও।'(সহিহ বুখারি: ৩৪৬১)

কিয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালা আমাদের জিজ্ঞেস করবেন- 'তোমার আশেপাশের মানুষ নামাজ পড়েনি, খারাপ কাজ করেছে, তুমি তাদের দাওয়াত দাওনি কেন?' তখন কী জবাব দেবো আমরা? এজন্যই আমাদের দাওয়াতি কাজের জরুরত উপলব্ধি করা দরকার। দাওয়াত দেওয়া একই সঙ্গে আমাদের দায়িত্ব এবং সওয়াবের কাজ। আমরা যেন এই সুবর্ণ সুযোগ থেকে নিজেদের বঞ্চিত না করি।

তথ্যসূত্র:

বই: দাওয়াহ ও হিকমাহ (রিফায়ি সুরুর),

বই: নবীদের দাওয়াতি পদ্ধতি (শাইখ টিম হাম্বল)

বই: আল্লাহর পথে দাওয়াত (ড.খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর রহ.)

বই: দাওয়াতের বহুমুখী পথ (সাইয়্যিদ আবুল হাসান আলী নদভি রহ.)

কুরআন ও হাদিস থেকে বিভিন্ন আয়াত ও হাদিস।